[2021] 9 এস. সি. আর. 725

এম/এস। সূরজমুল নাগারমুল

বনাম

শ্রী ব্রিজেশ মেহরোত্রা ও অন্যান্য

2017 সালের অবমাননার আবেদন (সি) Nos.726-728

এর মধ্যে

(দেওয়ানি আপিল নং। 10394-10396 2011 সালের) 14 ডিসেম্বর, 2021

[আর. সুভাষ রেড্ডি এবং হৃষিকেশ রয়, জেজে।]

আদালত অবমাননা আইন, 1971-অবমাননা-যখন নয়-আবেদনকারীর মালিকানাধীন জমি যা 1894 সালের আইনের অধীনে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। - ধারা 4 1981 সালে জারি করা বিজ্ঞপ্তি, দখল-জমি পরবর্তীকালে সুরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষিত-কোনও পুরষ্কার পাস হয়নি-নতুন/আরও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে-রিট পিটিশনে আবেদনকারীর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, অন্যান্য বিভিন্ন রিট পিটিশন বিচারাধীন-2006 সালে পুরস্কার গৃহীত হয়। 1981 সালের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে-হাইকোর্ট রায় দেয় যে, জমির দখল ও মালিকানা উত্তরদাতার হাতে ন্যস্ত-সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য আবেদনকারীর আপিল আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। ডিটিডি। 17.08.15 জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে এবং 2013 সালের আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে; রাজ্য নতুন করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে-অভিযোগ দায়ের করা অবমাননার পিটিশন পূর্বোক্ত নির্দেশাবলী লঙ্ঘন-নতুন বিজ্ঞপ্তি এস. 11,2013 আইনটি বিচারাধীন থাকাকালীন জারি করা হয়েছিল-আদেশের মাধ্যমে অবমাননার আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। 16 যেহেতু সংশ্লিষ্ট জমির দখল ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে, তাই আবেদনকারীকে অর্থ প্রদান করা হবে এস অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ। 40 , 2013 আইন-রাজ্য এফ-এর সংশোধন চেয়েছিল-আই. এ. গুলি ডি. টি. ডি-র আদেশের মাধ্যমে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। 05.01.17 - ডিটিডি-র আদেশ লঙ্ঘন। 17.08.15 , 29.08.16 এবং 05.01.17 অভিযুক্ত-অনুষ্ঠিতঃ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ডিটিডি। 10.02.20 এই আদালত কর্তৃক গৃহীত; নতুন বিজ্ঞপ্তি ডিটিডি। 14.02.20 এবং পুরস্কারটি ডি. টি. ডি। 12.11.20 , এটা বলা যাবে না যে উত্তরদাতারা এই আদালতের জারি করা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। 17.08.15 - সুতরাং, জারি করা সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে u / এস. 11,2013 আইন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত রায়, এটি বলা যাবে না যে উত্তরদাতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই আদালতের জারি করা কোনও নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন-আরও, যখন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এস. 11,2013 আইন, জরুরি প্রয়োজন ছাড়াই

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

একটি ধারা, এস অনুসারে সুবিধাগুলি বাড়ানোর প্রশ্ন। 40 , 2013 আইন আসবে না-জমি অধিগ্রহণ আইন, 1894 - এস. 4,6-মেলা জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসনে ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতা এবং পুনর্বাসন আইন, 2013-এস. এস। 11 , 40 , 64 , 66 , 74 - – ভারতীয় বন আইন, 1927 - এস. 29।

আবেদন খারিজ করে আদালত বলা হয় 2011 সালের দেওয়ানি আপিল <আই. ডি. 1>-এ এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত <আই. ডি. 2> তারিখের আদেশে, এই ভিত্তিতে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করার সময় যে কার্যধারাটি বাতিল হয়ে গেছে, কারণ আইনে নির্ধারিত সময়কাল সি-এর মধ্যে পুরষ্কারটি পাস করা হয়নি, উত্তরদাতা-রাজ্যকে নতুন করে শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বা আইনের অধীনে উপলব্ধ অন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া। 17.08.2015 তারিখের উপরের আদেশের ফলস্বরূপ উত্তরদাতারা 14.11.2015-এ নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, তারপরে 10.02.2020 তারিখের আদেশে, এই আদালত রাজ্যের জমা দেওয়া নোট করেছে যে এমনকি 14.11.2015 তারিখের উক্ত বিজ্ঞপ্তিটিও কোনও পুরষ্কার পাস না হওয়ায় বাতিল হয়ে গেছে, কারণ এরপরে 14.02.2020-এ নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। 2013 সালের আইনের 11 ধারার অধীনে 14.02.2020-এর উপর জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, পুরস্কারের তদন্ত পরিচালিত হয়েছিল। আবেদনকারী 08.06.2020-এ পুরস্কার তদন্তে তার দাবি পিটিশন দাখিল করেছে। এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত 10.02.2020 E তারিখের আদেশ এবং 14.02.2020 তারিখের নতুন বিজ্ঞপ্তি এবং 12.11.2020 তারিখের পুরস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি বলা যাবে না যে উত্তরদাতারা আদেশে এই আদালতের জারি করা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। তারিখ 17.08.2015। 17.08.2015 তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, যখন পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল, তখন কিউরেটিভ পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল এবং এটি বিচারাধীন রয়েছে। উপরন্তু, যখন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল 2013 সালের আইনের 11 ধারার অধীনে, জরুরি ধারার আহ্বান না করে, 2013 সালের আইনের 40 ধারা অনুযায়ী সুবিধা বাড়ানোর প্রশ্নই উঠবে না। 2013 সালের আইনের 11 ধারার অধীনে জারি করা সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি এবং উত্তরদাতা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি বলা যায় না যে জি উত্তরদাতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই আদালতের জারি করা কোনও নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন, যা আদালত অবমাননা আইন, 1971-এর বিধানগুলিকে আকর্ষণ করে। ক্ষতিপূরণের যথাযথ নির্ধারণের জন্য আইনে উপলব্ধ প্রতিকারগুলি আবেদনকারীর জন্য উন্মুক্ত তবে একই সাথে এটি বলা যায় না যে উত্তরদাতারা এই আদালতের জারি করা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। বিভাগ

মেহরোত্রা

64 2013 সালের আইন অনুযায়ী, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, যে কোনও আগ্রহী ব্যক্তি, যিনি পুরস্কার গ্রহণ করেননি, তিনি কালেক্টরের কাছে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে উল্লেখ চাইতে পারেন। 2013 সালের আইনের 66 ধারার অধীনে গঠিত। এমনকি রেফারেন্সের ভিত্তিতে এই ধরনের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রায় দেওয়ার পরেও, হাইকোর্টের কাছে ধারা 74-এর অধীনে আরও একটি প্রতিকার উপলব্ধ রয়েছে।
যদিও আবেদনকারীর জন্য আইনে উপলব্ধ প্রতিকারগুলি অনুসরণ করার জন্য উন্মুক্ত, এই আদালত উত্তরদাতাদের দ্বারা অভিযুক্ত কোনও অবমাননা খুঁজে পায় না। [অনুচ্ছেদ 7-9] [730-এফ-এইচ; 731-এ-ডি; 732-এ-ডি] জে. এস. পরিহার বনাম। গণপত দুগ্গর ও ওরস। (1996) 6 এসসিসি

291 [1996] 6 সাপ্লাই। এস. সি. আর 110; দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভি। মহেন্দ্র সিং ও আনার। (2009) 5 এসসিসি 339: [2009] 4 এসসিআর 788; আর. এন. দে ও ওরস। ভি। ভাগ্যবতী প্রামাণিক ও ওরস। (2000) 4 এসসিসি 400: [2000] 3 এস. সি. আর 172-এর উপর নির্ভর করেছিল। -

মামলা আইনের রেফারেন্স

[1996] 6 সাপ্লাই। এস. সি. আর 110	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 8
[2009] 4 এসসিআর 788	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 8
[2000] 3 এসসিআর 172	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ 8

অন্তর্নিহিত বিচারঃ অবমাননা পিটিশন (সি) নং। 726-728 2011 সালের সিভিল আপিল Nos.10394-10396-এ 2017 সালের। দেওয়ানি আপিল নং-এ 17.08.2015,29.08.2016 এবং 05.01.2017 তারিখের এই আদালতের আদেশের অবমাননার জন্য দায়ের করা পিটিশন। 10394-10396 2015 সালের অবমাননা পিটিশন (সি) নং 726-728 এবং 2016 সালের আইএ Nos.28-30। ডঃ এ. এম. সিংভি, গোপাল শঙ্করনারায়ণন, সিনিয়র অ্যাডভাস। , গৌতম এফ নারায়ণ, অশোক কুমার জৈন, পঙ্কজ জৈন, শ্রীমতী মীনাক্ষী জৈন, বিজয় কুমার জৈন, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য।

রঞ্জিত কুমার, সিনিয়র অ্যাড. , মণীশ কুমার, আইনজীবীরা। উত্তরদাতাদের জন্য। আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল আর. সুভাষ রেড্ডি, জে.

1। এই অবমাননার আবেদনগুলি আইনের 12 ধারার অধীনে দায়ের করা হয়। আদালত অবমাননা আইন, 1971 ভারতের সংবিধানের 129 অনুচ্ছেদ এবং অবমাননার জন্য কার্যধারা নিয়ন্ত্রণের নিয়মের 3 (সি)-এর সঙ্গে পাঠ করা হয়েছে

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

সুপ্রিম কোর্টের এ, 1975, অভিযোগ করে যে উত্তরদাতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই আদালতের জারি করা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন সিভিল আপিল নম্বরগুলিতে পাস করা 17.08.2015,29.08.2016 এবং 05.01.2017 তারিখের আদেশে। 10394-10396 2011 সালের এবং অবমাননার পিটিশন (সি) নং। 726-728 2015 এবং I.A.Nos। 28-30 2016 সালের উক্ত অবমাননার পিটিশনে।

2. আবেদনকারীর মালিকানাধীন 29.38 একর জমির পরিমাণ বিহারের ভাগলপুর-এ অবস্থিত জমি অধিগ্রহণ আইন, 1894 (সংক্ষেপে, 'আইন')-এর বিধানের অধীনে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। আইনের 4 (1) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তিটি প্রথমবার 25.03.1981-এ জারি করা হয়েছিল। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, 20.08.1981-এ কাঠামো সহ জমির দখল নেওয়া হয়েছিল। উক্ত জমি পরবর্তীকালে একটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ভারতীয় বন আইন, 1927-এর 29 ধারার অধীনে সংরক্ষিত বন। ভারতীয় বন আইনের অধীনে 04.09.1990-এ এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

2 (ক)। যেহেতু আইনের 4 (1) ধারার অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে কোনও পুরস্কার দেওয়া হয়নি, তাই ডি আইনের 4 (1) ধারার অধীনে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং আরও বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছিল। 17.08.1996-এর উপর একই প্রভাব। পরবর্তীকালে যখন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, তখন তা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। উক্ত রিট পিটিশনটি 1998 সালে অনুমোদিত হয়েছিল। উচ্চ আদালতে দাখিল করা পাল্টা হলফনামায়, উত্তরদাতারা এই অবস্থান নিয়েছেন যে পূর্ববর্তী অধিগ্রহণ ই কার্যধারা যার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেছে, কারণ রায়টি বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে পাস করা হয়নি। এখানে আবেদনকারী আরেকটি রিট পিটিশনও দায়ের করেছেন যাতে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে নির্দেশ চাওয়া হয়েছে-রাজ্যকে বিতর্কিত জমি ছেড়ে দেওয়ার এবং তার কাছে দখল হস্তান্তর করার জন্য। বিভাগীয় বন আধিকারিকের দ্বারা একটি রিট পিটিশনও ছিল যা চ্যালেঞ্জ করেছিল অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রত্যাহারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণে রাজ্যের পদক্ষেপ। এফ বন রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য একটি জনস্বার্থ মামলা হিসাবে একটি রিট পিটিশনও দায়ের করা হয়েছিল। যখন এই ধরনের আবেদনগুলি বিচারাধীন ছিল, তখন 1981 সালের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 27.09.2006-এ একটি পুরস্কার পাস করা হয়েছিল। হাইকোর্ট এই তিনটি রিট আবেদনেরই একসঙ্গে শুনানি করে। হাইকোর্ট যখন রায় দিয়েছে যে, জি-র রায় পাস করতে বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও, জমির দখল এবং সেইসাথে প্রত্যর্থী-রাজ্যের মালিকানা, বিষয়গুলি এই আদালতে দেওয়ানি আপিল নং-এ এসেছে। 10394-10396 2011 সালের। 17.08.2015 তারিখের আদেশে, আবেদনকারীর দায়ের করা দেওয়ানি আপিলগুলিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকার আইন, 2013 (সংক্ষেপে '2013 আইন')-এর বিধানগুলি ততটাই প্রযোজ্য হবে যতটা রাজ্য প্রয়োগ করেনি।

এই আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং উত্তরদাতা-রাজ্যকে নতুন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে বা অন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল
আদেশ পাসের তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে আইনের অধীনে উপলব্ধ।

3. উপরোক্ত আদেশে জারি করা নির্দেশাবলী ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘনের অভিযোগ করে, 17.08.2015-এ পাস করা, এর আগে অবমাননার পিটিশন (সি) নং-এ দায়ের করা হয়েছিল। 726-728 2015 সাল থেকে। 2013 সালের আইনের ।। ধারার অধীনে অবমাননার আবেদনগুলি বিচারাধীন থাকাকালীন যতটা নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, অবমাননার আবেদনগুলি 29.08.2016 তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। উক্ত আদেশটি নিম্নরূপঃ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে সংশ্লিষ্ট জমির দখল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে নিয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসনে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও স্বচ্ছতার অধিকার আইন, 2013-এর ধারা 40। এই পরিস্থিতিতে, অবমাননার আবেদন টিকে থাকে না এবং তাই, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী ই একই প্রত্যাহার করার অনুমতি চায়। অনুমতি দেওয়া হয় এবং অবমাননার আবেদনগুলি প্রত্যাহার হিসাবে নিষ্পত্তি করা হয়। " উত্তরদাতা-রাজ্য পরবর্তীকালে I.A.Nos দাখিল করেছে। 28-30 2016 সালের 29.08.2016 তারিখের আদেশের সংশোধন চেয়ে, উক্ত আইএ

05.01.2017 তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল

4. আমরা শুনেছি ডঃ এ. এম. সিংভি এবং মিঃ গোপাল। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শঙ্করনারায়ণন এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী রঞ্জিত কুমার উপস্থিত ছিলেন।

5. প্রধানত এটি জি আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবীদের যুক্তি যে, উত্তরদাতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশের সিরিজ লঙ্ঘন করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে প্রাথমিকভাবে জরুরি ধারা আহ্বান করে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং 2013 সালের আইনের 40 ধারার অধীনে বিধানগুলি অনুসরণ করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও, উত্তরদাতারা মেনে না গিয়ে পুরষ্কারটি পাস করেছেন।

2013 সালের আইনের 40 ধারা এবং জমিটিকে কৃষি বনভূমি হিসাবে বিবেচনা করে। এটি আবেদনকারীর মামলা যে অধিগ্রহণ করা জমি অফিস এবং আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং তা সত্ত্বেও, এই আদালতের জারি করা বিভিন্ন নির্দেশের বিপরীতে, জমিটি কৃষি বনভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়, যা আইনের কাছে অজানা একটি ধারণা। এটি জমা দেওয়া হয় যে তারিখের আদেশ সংশোধনের জন্য আবেদনগুলি কখন দায়ের করা হয়েছিল 29.08.2016 , উক্ত আবেদনগুলিও 05.01.2017 তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা হয়েছিল এবং 2013 সালের আইনের 40 ধারা অনুসারে সুবিধা প্রদান করা হয়নি।

6. উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে পাল্টা হলফনামা দাখিল করা হয়। আবেদনকারীর করা বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করার সময়, সি বিবাদীদের ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক জারি করা নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যা এই আদালত দ্বারা বাতিল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল 10.02.2020 তারিখের আদেশে রাজ্যের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতি রেকর্ড করে যে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। উক্ত আদেশে এই আদালত স্পষ্ট করেছে যে আদালত 'ডি' জমির প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করেনি এবং সমস্ত বিষয় উন্মুক্ত রেখেছে। এটি বলা হয়েছে যে 10.02.2020 তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, 14.02.2020-এর 11 ধারার অধীনে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। 2013 আইন এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে পুরস্কার 12.11.2020-এ পাস করা হয়েছিল। যেহেতু আবেদনকারীর অভিযোগ অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন ছাড়া আদালত কর্তৃক জারি করা কোনও নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়নি। এটি উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে যে আবেদনকারী যদি ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে ক্ষুব্ধ হন, তবে আবেদনকারীর জন্য 2013 সালের আইনের 64 ধারার অধীনে প্রতিকার পাওয়ার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। অবমাননার ছদ্মবেশে এই ধরনের প্রতিকার না নিয়ে আবেদনকারী এই আদালতের জারি করা নির্দেশের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

7. দেওয়ানী মামলায় এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত 17.08.2015 তারিখের আদেশে আপিল নং। 10394-10396 2011 সালের, এই ভিত্তিতে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল করার সময় যে, কার্যধারাটি বাতিল হয়ে গেছে, কারণ আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরস্কারটি পাস করা হয়নি, উত্তরদাতা-রাজ্যকে নতুন করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে বা আইনের অধীনে উপলব্ধ অন্য কোনও ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 17.08.2015 তারিখের উপরোক্ত আদেশের ফলস্বরূপ উত্তরদাতারা 14.11.2015-এ নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, তারপরে 10.02.2020 তারিখের আদেশে, এই আদালত উল্লেখ করেছে রাজ্যকে জমা দিতে হবে যে, এমনকি 14.11.2015 তারিখের উক্ত বিজ্ঞপ্তিটিও বাতিল হয়ে গেছে কারণ কোনও পুরস্কার দেওয়া হয়নি, কারণ এরপরে 14.02.2020-এ নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

মেহরোত্রা ও ওআরএস। [আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

2013 সালের আইনের ।। নং ধারায় 14.02.2020, পুরস্কার সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালিত হয়েছিল। একজন আবেদনকারী 08.06.2020-এ পুরস্কার তদন্তে তার দাবি পিটিশন দায়ের করেছেন।

8. এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত 10.02.2020 তারিখের আদেশ এবং 14.02.2020 তারিখের নতুন বিজ্ঞপ্তি এবং 12.11.2020 তারিখের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি বলা যাবে না যে উত্তরদাতারা 17.08.2015 তারিখের আদেশে এই আদালতের জারি করা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। বি 17.08.2015 তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, যখন পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল, তখন কিউরেটিভ পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল এবং এটি বিচারাধীন রয়েছে। 2013 সালের আইনের 40 ধারা অনুসারে উত্তরদাতারা সুবিধাগুলি মঞ্জুর করেননি বলে প্রবীণ আইনজীবী ডঃ সিংভির জমা দেওয়ার বিষয়ে, এটি লক্ষণীয় যে 2013 সি আইনের ।। ধারার অধীনে জারি করা সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনে উত্তরদাতারা জরুরি ধারাটি মোটেও আহ্বান করেননি। 2013 সালের আইনের ।। ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলে, জরুরি ধারা প্রয়োগ না করে, 2013 সালের আইনের 40 ধারা অনুযায়ী সুবিধা বাড়ানোর প্রশ্নই উঠবে না। জে. এস. পরিহার বনামের মামলার রায়ে। গণপত দুগ্গর ও অন্যান্য ।, উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমারের উপর নির্ভর করে, এই আদালত ডি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে একবার এই আদালতের জারি করা নির্দেশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক একটি আদেশ পাস করা হলে, একটি উপযুক্ত ফোরামে প্রতিকার চাওয়ার জন্য একটি নতুন কারণ দেখা দেয়। দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে আদালতের রায়ে v। মহেন্দ্র 2 এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ভূমি অধিগ্রহণ আইন নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড এবং জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং ন্যায়বিচার, সমতা এবং সৎ বিবেকের সাধারণ আইনের নীতিগুলির জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারণ করে সংবিধির বিধানগুলির বিপরীতে প্রসারিত করা যায় না। আর. এন. দে ও ওরস-এর মামলার রায়ে। ভি। ভাগ্যবতী প্রামাণিক ও অন্যান্য 3 এই আদালত রায় দিয়েছে যে ভূমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে প্রাপ্ত একটি ডিক্রি একটি কার্যকরযোগ্য ডিক্রি এবং এই ধরনের ডিক্রি মেনে না চলার জন্য কোনও এফ অবমাননা বজায় রাখা যেতে পারে না। একই রায়ে দেখা গেছে যে অবমাননার অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা বা অপব্যবহার করা উচিত নয়। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আদালত অবমাননা আইনের অধীনে কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে আদালতকে প্রদত্ত বিচক্ষণতা আদালতের মর্যাদা এবং আইনের মহিমা বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং আরও কোনও ক্ষুব্ধ পক্ষের এই দাবি করার কোনও অধিকার নেই যে আদালতকে এই ধরনের এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত, যেহেতু অবমাননা অবমাননাকারী এবং আদালতের মধ্যে হয়।

1 (1996) 6 এস. সি. সি 291

2 (2009) 5 এস. সি. সি 339
3 (2000) 4 এসসিসি 400

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

9. ধারা 11 এর অধীনে জারি করা সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে 2013 14.02.2020 আইন এবং উত্তরদাতা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত রায়, এটি বলা যাবে না যে উত্তরদাতারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই আদালত কর্তৃক জারি করা কোনও নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন, যা আদালত অবমাননা আইন, 1971-এর বিধানগুলিকে আকর্ষণ করে। যদিও আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ কৌঁসুলি বিস্তারিত জমা দিয়েছিলেন
এটি উল্লেখ করে যে, বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য ভূ-খণ্ডকে ভুলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে ক্ষতিপূরণের যথাযথ নির্ধারণের জন্য আইনে উপলব্ধ প্রতিকারগুলি আবেদনকারীর জন্য উন্মুক্ত, তবে একই সাথে এটি বলা যাবে না যে উত্তরদাতারা এই আদালতের জারি করা নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। 2013 সালের আইনের 64 নং ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যে কোনও 'সি' আগ্রহী ব্যক্তি, যিনি পুরস্কার গ্রহণ করেননি, তিনি কালেক্টরের কাছে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে উল্লেখ চাইতে পারেন। 2013 সালের আইনের 66 ধারার অধীনে গঠিত। এমনকি রেফারেন্সের ভিত্তিতে এই ধরনের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রায় দেওয়ার পরেও, হাইকোর্টের কাছে ধারা 74-এর অধীনে আরও একটি প্রতিকার উপলব্ধ রয়েছে। বিষয়টির সেই দৃষ্টিতে যদিও আবেদনকারীর জন্য আইনে উপলব্ধ প্রতিকারগুলি অনুসরণ করার জন্য উন্মুক্ত, আমরা তা করি না। উত্তরদাতাদের দ্বারা অভিযুক্ত কোনও অবমাননা খুঁজে বের করুন। উপরোক্ত কারণগুলির জন্য এই অবমাননার আবেদনগুলি খারিজ করা হয়, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই। আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, জমির শ্রেণিবিন্যাস বা বাজার মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে আমরা 12.11.2020 তারিখের পুরস্কারে কোনও মতামত প্রকাশ করিনি। সব সমস্যাই খোলা রয়েছে।

আবেদনগুলি খারিজ হয়ে যায়।

দিব্যা পান্ডে

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক

এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen